ঝিনাইদহে মুখঢাকা নারীদের এনআইডি না দেয়াই মানববন্ধন

মুখ ঢেকে পর্দা করা নারীদের ১৬ বছর যাবত নাগরিকত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ মহিলা আনজুমান।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ মহিলা আনজুমান এর পক্ষে আহমদ মানসুরা, সংগঠনটির অন্যান্য সদস্যসহ পর্দানশীন নারীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তারা বলেন, বিগত ১৬ বছর যাবত পর্দানশীন নারীদের মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। পর্দানশীন নারীদের ধর্মীয় ও প্রাইভেসীর অধিকার অক্ষুন্ন রেখে এনআইডি প্রদান, বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবস্থা জোরদার করে এনআইডি প্রদান করতে হবে। দ্রুত তাদের দাবী মানা না হলে দেশব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী- পুরুষ মাঠে নামবে বলেও হুশিয়ারী দেন তারা।

ঝিনাইদহে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হোটেল রেস্তোঁরা মালিক সমিতি’র আয়োজনে ঝিনাইদহ জেলা শাখা এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার আড়াই’শ হোটেল, রেস্তোঁরা, মিষ্টির দোকান ও ফাস্টফুডের

দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি’র সভাপতি আবিদুর রহমান লালু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সৈয়দ আলী, এ কে আজাদ, সুব্রত ঘোষ, নাসির উদ্দীন, মেহেদী হাসান ও নিতাই ঘোষ প্রমুখ। বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানুষের আয় রোজগার কমে গিয়েছে। ফলে হোটেল রেস্তোঁরাই আগের মতো ব্যবসা নেই। তার উপর নতুন প্রস্তাবিত বর্ধিত ১৫% ভ্যাট ও ১০% সম্পূরক শুল্ক ব্যবসায়ীদের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ীরা হুশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার না করলে তারা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

কক্সবাজারে কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

কক্সবাজারের চকরিয়ার প্যারাবনে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মউকস্থ বাজার সংলগ্ন এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিশু ও কিশোরী ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন মউক-এর সিনিয়র ম্যানেজার মুরাদ হোসেন এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাহিমা আখতার।

অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, যুবসমাজের প্রতিনিধি, এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী আবুল কালাম।

মেহেরপুরে সমাজসেবার সহকারি পরিচালকের বদলীর দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সমাজসেবার সহকারি পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বির বদলীর দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে সাধারণ ছাত্র জনতা।

সোমবার (১৩ই জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন তাহসিন রাব্বি, মাহাফুজুর রহমান সুইম, হাফিজুর হক প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের দোসর ফজলে রাব্বি নানা অনিয়ম দুর্নীতিতে জড়িত। জেলা সমাজসেবাকে সে দুর্নীতির আতুরঘর বানিয়েছে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন গণমাধ্যম তার বিরুদ্ধে একাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিগত ও বতর্মান জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তারপরও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই দুর্নীতিবাজকে মেহেরপুর থেকে দ্রুত বদলী করা না হলে আগামীতে কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে।

ঝিনাইদহে বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের সুষ্টু বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবীতে ঝিনাইদহে সাবেক বিডিআর সদস্যদের মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার (১২ জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার পক্ষ থেকে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এতে চাকুরিচ্যুত বিডিআর সদস্য ও বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ঝিনাইদহ শাখার সভাপতি বিএম কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ল্যান্স নায়েক

আব্দুল কাদের, হাবিলদার আলিফ হোসেন, সিপাহী সেলিম হোসেন, নায়েক মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, ল্যান্স নায়েক মোঃ আজিজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, ছাত্র শিবিরের ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক সভাপতি আলমঙ্গীর হোসেনসহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, যুগ্ম-আহবায়ক মনির হোসেন, সদস্য সচিব সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ২০০৯ সালে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন বিডিআর সদস্যকে হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত, অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতদের সকল সুযোগ সুবিধাসহ পুণরায় চাকুরীতে পুর্ন:বহালসহ তিন দফা দাবী তুলে ধরেন।

মেহেরপুরে চাকরিচ্যুত বি.ডি.আর সদস্যদের পূর্ণ বহলের দাবিতে মানববন্ধন

স্বৈরাচার হাসিনার প্রহসন মামলায় বিনা বিচারে ১৬ বছর আটক নিরপরাধ বি.ডি.আর সদস্যদের মুক্তি চাই এবং চাকরিচ্যুত বি.ডি.আর সদস্যদের পূর্ণ বহলের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১২জানুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে বি.ডি.আর কল্যাণ পরিষদ ও মেহেরপুর জেলা ক্ষতিগ্রস্থ বি.ডি.আর সদস্য কর্তৃক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রাক্তন বিডিআর সদস্যরা বলেন, পিলখানার হত্যাকান্ডের পরিকল্পনাকারী ইন্ধনদাতা সহ প্রকৃত হত্যাকারীদের বিচার আমরা সহ আমাদের দেশের ১৮ কোটি জনগণের প্রাণের দাবি কিন্তু তৎকালীন সরকারের অবৈধ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত প্রহসনের ১৮টি স্পেশাল কোর্টে গণহারে গ্রেপ্তার ও অন্যায় ভাবে গণহারে সাজা প্রাপ্ত সকল বিডিআর সদস্যদের পক্ষে তিন দফার দাবি তুলে ধরা হয়।

৩ দফা দাবী সমূহ নিম্নরূপ হলো, (১) পিলখানায় নির্মমভাবে

হত্যাকান্ডের শিকার ৫৭ জন সেনা অফিসার সহ ৭৪ জন হত্যাকান্ডের পেছনে দায়ী ব্যক্তিবর্গ এবং নেপথ্যের নায়কদের চিহ্নিত করে অতি দ্রুত দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি নিশ্চিত করা এবং যে সকল বিডিআর সদস্যর সাজার মেয়াদ শেষ ও খালাস প্রাপ্ত তাদের মুক্তির দাবী জানাই।

(২) প্রহসনের ১৮টি স্পেশাল কোর্টের মাধ্যমে গণহারে গ্রেপ্তার করে যাদেরকে অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে, তাদের সবাইকে সরকারি সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা (যেমন: রেশন, বেতন ভাতাদি, পদোন্নতি) সহ পুণরায় চাকুরীতে পূনর্বহাল বা যোগদান করাতে হবে।

(৩) তদন্ত কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং নির্ভয়ে কাজ করার জন্য প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ২ এর (ঙ) ধারা অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

এ দাবী সমূহ এদেশের ১৮ কোটি গণ মানুষের দাবী, সুশীল সমাজের দাবী বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবার।

মানববন্ধন শেষে লিফলেট বিতরণ ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন দ্বিতীয় সমন্বয়ক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিডিআর সদস্য মোহাম্মদ নাহিদ, মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, মোহাম্মদ প্রতিকসহ বিডিআর পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি

দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল ইস্টিশনে সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ ডাউন স্টোপেজের দাবীতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ৪ টার সময় এই মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ ডাউন স্টোপেজের দাবিতে স্থানীয়রা

মানববন্ধন করেছে। তারা সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেন যেনো স্টপেজ দেয় সেজন্য অসংখ্য মানুষ জয়রামপুর রেল স্টেশনে বিভিন্ন প্লেকার্ড নিয়ে ট্রেন থামানোর উদ্দেশ্যে অবস্থান নেয়।

সংবাদ শুনে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ূন কবির ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেন। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সামাল দিতে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ, সেনাবাহিনী ও এসিল্যান্ড ঘটনাস্থলে মানববন্ধনের শেষ পর্যন্ত অবস্থান করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমাদের জয়রামপুর রেল স্টেশন জেলার একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশন। রাজশাহী মেডিক্যাল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য এই স্টেশনে যেনো সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষ আপ ডাউন ট্রেন থামানো হয়। এখানে স্টোপেজের দাবীতে আমরা আজ মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। এই লাইনে প্রথম গেদে থেকে জগতী ইস্টেশন পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু হয়। তখন থেকেই এই জয়রামপুর ইস্টিশন চালু ছিলো। কিন্তু বর্তমানে এই স্টেশন টি প্রায় বন্ধ হবার উপক্রমে আছে, বলতে গেলে এখন জয়রামপুর ইস্টিশন বন্ধ আছে। আমদের দাবী এই স্টেশন টি অতি তাড়াতাড়ি যাতে চালু হয় আমরা জনগণ সেই দাবী জানান।

সাবেক সেনা সদস্য লাজিব আক্তার সিদ্দিকী বলেন, ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে আগে স্টেশন মাস্টার ছিল, স্টাফদের থাকার জায়গা ছিল, গেটম্যান ছিল। এখান এখানে আর কিছুই নাই স্টেশনটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা চাই স্টেশনটি আবার নতুন করে চালু করা হোক এবং সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ এবং ডাউন স্টোপেজ দাবী করছি। এখানে যেন আগের মত স্টেশন মাস্টার এবং গেটম্যান সহ সকল বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনায় দেখবেন এমনটি আশা করেন।

জয়রামপুর মানবকল্যান যুব সংগঠন এর সভাপতি মোঃ মনিরুল ইসলাম মিলন বলেন, ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে গেট ম্যান না থাকার কারণে বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণ-অকালে ঝরে গেছে। এই স্টেশনটিতে স্টেশন মাস্টার সহ কোন লোকজন নেই। কিন্তু এক সময় এই ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর রেল স্টেশনে ৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল। কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে গেছে।

১৮৬২ সালে গেদে থেকে কুষ্টিয়াজ জগতী রেললাইন চালু হয়। তখন থেকেই

জয়রামপুর রেল স্টেশন জমজমাট ছিল। এই অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষের অধিক মানুষ এই জয়রামপুর স্টেশন ব্যবহার করতো। এখানে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জয়রামপুর গুড়েরহাট যেখান থেকে সারা বাংলাদেশে ট্রেনের মাধ্যমে খেজুরের গুড় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হতো। স্থানীয় অর্থকরী কৃষি ফসল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রেনের মাধ্যমে যেত, যা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে। অনতিবিলম্বে এই স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ও গেটম্যান সহ সাগরদাড়ি ও কপোতাক্ষ ট্রেনের আপ এবং ডাউন স্টপেজ দাবী করছি।

মেহেরপুরে সীমানা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের মধ্যে আমদহ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটারদের নিজ এলাকায় ফেরত আনা ও সীমানা পুনঃনির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বরাবর একটি স্বারকলিপি প্রদান করেন আন্দোলনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মেহেরপুর পৌরসভা, যা ঐতিহাসিকভাবে স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত, একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভা। ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত এই পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯৩৫ জন। তবে গত সরকারের আমলে, অর্থাৎ ২০১৫ সালে, একটি কুচক্রি মহল নিজেদের সুবিধার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে। উক্ত রিট পিটিশন নম্বর (১) ৩৪৪১/২০১৫ ও ৩৪৪৪/২০১৫, (২) ১০৮২৯/২০১৫।

এই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ২০১৫ সালের ২ নভেম্বর একটি আদেশ প্রদান করেন, যার ফলে নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

একইসঙ্গে, পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ৮০০ ভোটারকে আমদহ ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এতে দেখা যায়, একই পরিবারের কিছু সদস্য পৌরসভার ভোটার থেকে যান, আর বাকি সদস্যরা আমদহ ইউনিয়নের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। অথচ এই পরিবারগুলো দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার সেবা যেমন পৌর কর, বিদ্যুৎ, পানি, এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করে আসছে এবং এখনো করছে। এ ধরনের বিভাজন একটি গুরুতর বৈষম্য এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় বাধা।

আমরা বঞ্চিত এলাকাবাসী নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই, যেন এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের আবার তাদের নিজ এলাকায় ফেরত আনা হয়। পাশাপাশি, সীমানা পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে সঠিক নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নং নম্বর ওয়ার্ড জামাতে ইসলামীর সেক্রেটারী সোহেল রানার নেতৃত্বে মানববন্ধনে সাবেক কাউন্সিল সোহেল রানা ডলার, পৌরসভা পেশাজীবী সম্পাদক নুর রহমান, ইমারত শ্রমিকের সদস্য জিন্নাতুল ইসলাম, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মোঃ আব্দুস সামাদ, জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হোসেন আলী বাবু, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ভুক্তভোগী মোছাঃ রবিয়াস সানি, রানা ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গোরস্থান পাড়া, শিশু বাগানপাড়া, ইসলামপাড়া ও সার্কিট হাউস পাড়ার এলাকাবাসীর আয়োজনে মানববন্ধনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ভোটার ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকাতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার

প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে সাংবাদিক সমাজ।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুরে কর্মরত সর্বস্তরের সাংবাদিকদের আয়োজনে ঘন্টা ব্যাপি এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক জনবানীর জেলা প্রতিনিধি রাশেদ খানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর রিপোর্টাস ক্লাবের সভাপতি মাহাবুবুল হক পোলেন, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান, রাব্বি আহমেদ, সাজিবুল হক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সদর উপজেলা প্রতিনিধি কামরুল হাসান, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধি আবু রায়হান (নিরব), সাকিব হাসান রুদ্রসহ অন্যান্যরা।

এ সময় বক্তরা বলেন রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম সহ পত্রিকাটির চার সাংবাদিকের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের গ্রেপ্তারও দুষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। হামলার সাথে জড়িতরা আটক না হলে মেহেরপুরের সর্বস্তরের সাংবাদিকরা মানববন্ধন ছাড়াও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য থাকবে বলেও জানান।

রাজধানীতে ৪ সাংবাদিকদের ওপর

হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা।

আজ রোববার(২৯ ডিসেম্বর) বিকালে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে দর্শনা থানার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দ এ মানববন্ধন কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করেন। মানববন্ধনে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: ওসমানের সভাপতিত্বে দর্শনা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডলের সঞ্চালনায়, বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল, হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান সুমন, চন্চল মেহবুব, নজরুল ইসলাম, আহসান হাবিব মামুন, রাজিব মল্লিক, হাসমত আলী, ইমতিয়াজ রয়েল, ওয়াসিম রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল আলিম, আবিদ হাসান রিফাত, আব্দুল হান্নান, বিল্লাল হোসেন, আসিম সাইফ, জালাল উদ্দিন।

এ সময় বক্তরা বলেন, গত ২৫ শে ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে বাংলা মোটর মোড়ে হঠাৎ করে ২৫/৩০ জন একদল সন্ত্রাসী রড লাঠিসোটা নিয়ে অর্তিকিত হামলা চালায়। এ হামলার প্রতিবাদে দর্শনার সাংবাদিকরা বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে কঠোর আন্দলোনের হুশিয়ারি দেন।

এসময় দর্শনার সর্বস্তরের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।